যতদিন পর্যন্ত না এই দ্বিমুখী পদক্ষেপ সাংগঠনিকভাবে ও প্রশাসনিকভাবে কার্যকর না হচ্ছে, ততদিন কাজের জগৎ ও জ্ঞানের জগতের পরিপূর্ণ মেলবন্ধন অসম্ভব এবং বৃত্তিমুখী শিক্ষাকে একটি কার্যকরী ব্যবস্থা হিসেবে রূপায়িত করা সম্ভব হচ্ছে না।

❖ **৩.৩.৮ সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষাসংস্থার সুপারিশ (Recommendations of CABE Committee on Universalization of Secondary Education) :**

(১) চারটি মূলনীতির উপর ভিত্তি করে সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষার কর্মসূচি রচিত হবে। এই চারটি নীতি (guiding principles) হল সর্বজনীন প্রবেশ অধিকার (Universal access) সাম্য ও সামাজিক ন্যায় (Equality and Social Justie), প্রাসঙ্গিকতা ও উন্নয়ন (Relevance and Development) এবং কাঠামোগত ও পাঠক্রমিক সংক্রান্ত দিক (Structural and Curricular issue)।

(২) প্রকৃত অর্থে সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষা বলতে পরিকাঠামোগত সুযোগসুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে সকলকে ভরতির ব্যবস্থা করাকে বোঝায় না। এর জন্য মাধ্যমিক শিক্ষার ধারণাগত পরিবর্তন ঘটানো দরকার (a paradigm shift in the conceptualisation of Secondary Education)। নতুন শতকে মাধ্যমিক শিক্ষার কাজ হবে নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের বহুমুখী প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে, যাতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সমস্ত সম্ভাবনার (full potential) পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ঘটে।

(৩) মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগসুবিধা যথাযথভাবে সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে জাতীয় স্তরের জন্য সাধারণ মানদণ্ড (Common national parameters) এবং প্রতি রাজ্যের জন্য পৃথক পৃথক মানদণ্ড (State specific parameters) প্রস্তুত করা প্রয়োজন।

(৪) জাতীয় স্তরে সম্ভাব্য ভরতির হার বৃদ্ধি অনুযায়ী (Projections of Enrollment) প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত শিক্ষক, শ্রেণিকক্ষ ও অর্থ-এর পরিকল্পনা করা হয়েছে এবং প্রত্যেক রাজ্যের জন্য এইরকম পরিকল্পনা ও সম্ভাব্য হিসাব-নিকাশ প্রস্তুত করা প্রয়োজন।

(৫) বিকেন্দ্রীকৃত তৃণমূল স্তরের পরিকল্পনার (Decentralised micro level Planning) মাধ্যমে সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষার কর্মসূচি রূপায়িত হবে এবং এক্ষেত্রে ব্লককে একক ধরে (Block as a unit) তৃণমূল স্তরের পরিকল্পনা রচনা করা প্রয়োজন।

(৬) মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য প্রত্যেক রাজ্য প্যারা-টিচার (Para-Teacher) নিয়োগ না করে পূর্ণ সময়ের জন্য (Fully qualified teacher with full salary

2021.01.13 20:01

and benefit) উন্নতমানের শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে এবং প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষিকা যাতে অর্থনৈতিক সুবিধা সহ সমস্ত অন্যান্য সুযোগ সুবিধা উপভোগ করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে পারে।

(৭) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের (Head of the School) জন্য formal শিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। বিশেষ করে ছয় মাসের ডিপ্লোমা কর্মসূচির ব্যবস্থা করতে হবে। এর মধ্যে তিন মাস 'Practice and Practical Exercise' এর ব্যবস্থা থাকবে।

(৮) মোট জাতীয় আয়ের (GDP) ৫.১% সর্বজনীন প্রারম্ভিক, সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য প্রয়োজন। বর্তমানে জাতীয় আয়ের ৬% শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হয়। সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষার কর্মসূচির প্রবর্তন ও এর অগ্রগতির জন্য অর্থের পরিমাণ শীঘ্রই বাড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

(৯) সমাজে মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য একটা দাবি উঠেছে বা চাপ সৃষ্টি হয়েছে, এই পরিস্থিতিতে ২০১০ সালের জন্য অপেক্ষা না করে যত দ্রুত সম্ভব সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষার কর্মসূচি চালু করা প্রয়োজন। বিশেষ করে ২০০৫-০৬ আর্থিক বছরে চালু করলে ভালো হয়, তবে সেটি যেন ২০০৬-০৭-এর পর না হয়।

(১০) প্রতিটি রাজ্য সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষার কর্মসূচিকে বাস্তবায়িত করার জন্য একটি পরিকল্পনা (a perspective plan for a Universal Secondary Education) রচনা করবে। এই পরিকল্পনা রচনা করার জন্য—'a comprehensive Secondary Education Management Information System' (SEMIS) যত দ্রুত সম্ভব প্রস্তুত করা প্রয়োজন। SEMIS বিশেষভাবে বালিকা, তপশিলি জাতি ও উপজাতি, অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণি (OBC), সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন (Disabled) শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের উপর গুরুত্ব আরোপ করবে।

(১১) প্রচলিত শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ ও দুর্বল। শিক্ষণ-শিখন প্রতিষ্ঠানগুলির পরিকাঠামো অত্যন্ত নিম্নমানের। শিক্ষক-শিক্ষিকারা যথেষ্ট পরিমাণে প্রশিক্ষিত নয়। ১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে উল্লিখিত জাতীয় শিক্ষানীতির মূল লক্ষ্য বাস্তবায়িত করার জন্য প্রয়োজনীয় দায়িত্ববোধের অভাব, বিশেষভাবে প্রচলিত শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার অন্যতম ত্রুটিগুলির ওপর বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে সর্বজনীন প্রারম্ভিক শিক্ষার (Universalization of Elementary Education 2002) সূচনা ও ব্যাপক প্রসার ঘটে ও জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ (NCF-2005)-এর প্রবর্তন ঘটে। ফলে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত (Professionally Trained) শিক্ষক-শিক্ষিকার দাবি বৃদ্ধি পায়। জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখায় (NCF 2005)

2021.01.13 20:02

নির্মিতিবাদের উপর (Constructivist Approach) গুরুত্ব আরোপ করে। তাই সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাকে নির্মিতিবাদ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করে তোলা দরকার (constructist orientation towards knowledge and teaching), তাই শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার মৌলিক সংস্কার করা প্রয়োজন প্রাক্ চাকরিকালীন (Pre service) ও কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থা (Inservise Teacher Education Programme)— উভয় প্রকার শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন।

(১২) শিক্ষা হল একটি সামাজিক দায় বা দায়িত্ব (Social Responsibility) — আমাদের সমাজে বহু বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিশেষত মাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয় ও শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান) রয়েছে। এদের সামাজিক দায়িত্ব হল শিশুর জন্মগত মৌলিক সাংবিধানিক অধিকারকে সুনিশ্চিত করা (Elementary Education as a Fundamental Right)। এই কথা সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও (Universal Secondary Education) প্রযোজ্য। কোনো অবস্থাতে কাউকে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে, সমাজকে, নির্বিচারে শোষণ করার অধিকার দেওয়া যায় না। এমতাবস্থায় বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে প্রারম্ভিক ও মাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয় ও শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির বিনিয়োগের নামে অতিরিক্ত বাণিজ্যিক মনোভাব (Commercialization of School Education as well as Teacher Education) দূর করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মান উন্নয়ন ঘটাতে হবে এবং সামাজিক ন্যায় ও সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান তপশিলিজাতি ও উপজাতি, অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের ভরতির জন্য ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান Inclusive Character লাভ করে।

❖ ৩.৩.৯ সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষার

2021.01.13 20:02